সংবাদ

তারিখ 22 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতারিত শিক্ষার্থী অভিভাবক [redacted]

মনগড়া মানবণ্টন ও গাইডের অবৈধ বাণিজ্য প্রকাশকদের

প্রতিনিধি, চারঘাট (রাজশাহী)

সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পরিবর্তিত পাঠ্যবইয়ের মানবণ্টন এবং নিষিদ্ধ নোট-গাইডের বেপরোয়া বাণিজ্যে মেতে উঠেছে প্রকাশকরা। দেশব্যাপী অবৈধ এই বাণিজ্য-তৎপরতা নেয়া হয়েছে। এতে প্রতারিত হচ্ছে অভিভাবক ও খুদে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর অসাধু প্রকাশকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নতুন শিক্ষাবর্ষের পুরো পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের বইয়ের মানবণ্টন এখনও প্রস্তুত করা হয়নি। এ সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু নোট ও গাইড ব্যবসায়ী নিম্নমানের মনগড়া মানবণ্টন তৈরি করে নিম্নমানের নোট ও গাইড ছেপে খোলাবাজারে অবাধে বিক্রি করছে। এর মধ্যে শীর্ষে আছে পাঠোরি ও লেখনী প্রকাশনী। এই দুই প্রকাশনীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাংলাবাজারের কিছু ব্যবসায়ী ইতোমধ্যেই এনসিটিবির কাছে অভিযোগ করেছেন। রাজধানীর বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত ঘুরে দেখা গেছে, পাঠোরি প্রকাশনী ও লেখনী প্রকাশনীর নোট-গাইড বইয়ে বাজার সয়লাব। এরের ভিতরে এগারো ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী সহায়িকা এসব নামে প্রকাশনা তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পাঠোরি প্রকাশনীর তৃতীয় শ্রেণীর সহায়িকা বইয়ের নাম হচ্ছে 'এরের ভিতরে এগারো' বইয়ের ভাষে লেখা আছে 'সৃজনশীল পাঠ্যক্রম যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের আলোকে রচিত' এই বইয়ের কিছুটা পাঠায় দেখা হয়েছে, এনএসিটির নির্দেশনা অনুযায়ী যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্রসহ মডেল টেস্ট ও উত্তর দেয়া আছে। এ বইটির বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭১ টাকা। এ প্রকাশনীর অন্যান্য শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ওপর ৪ খণ্ডের একটি বই রয়েছে। বইটির নাম হচ্ছে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী সহায়িকা'। বইয়ের প্রচ্ছদে মডেল করা হয়েছে। 'সৃজনশীল ধারায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের আলোকে রচিত'। এর ৮-এর পাতায় বলা হয়েছে, এনএসিটি কর্তৃক প্রবর্তিত সংশোধিত পরিবর্তিত প্রশ্নপত্র কাঠামো ও নম্বর বিভাজনের আলোকে সরলা প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন এ প্রতিনিধিকে বলেছেন, পাঠ্যবই কিংবা মানবণ্টনপত্র নকল করে কেউ নিজেদের সঙ্গে বাণিজ্য করলে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জানা গেছে, প্রাথমিক স্তরের বিশেষজ্ঞ ও মানবণ্টনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যথাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও এনএপিই (ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন) মতামতসহ। এনএপিই বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর মানবণ্টন বিষয়ে এখনও কাজই শুরু করেনি। মানবণ্টন প্রস্তুত করতে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় লাগবে। অথচ অসাধু প্রকাশকরা প্রচারণা চালাচ্ছে, প্রাথমিক স্তরের বাজারে নিজস্ব নোট-গাইড বইগুলো এনএপিই কারিকুলাম (কাঠামো) এ তৈরি করা হয়েছে। তারা সারাদেশের খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে গত ডিসেম্বর থেকেই অবাধে নিম্নমানের নোট-গাইড বই বিক্রি করে আসছে। কিন্তু অসাধু প্রকাশকদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে পুলিশ অবৈধ এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন এনসিটিবির কর্মকর্তারা। তারা জানান, অবৈধ নোট-গাইড বই জব্দের অভিযান পরিচালনা করতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ বিভাগকে বহুবার চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পুলিশের অভিযান পরিচালনার আগেই খবর পৌঁছে যায় অসাধু প্রকাশকদের কাছে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা এনএপিইর নাম ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের মানবণ্টনের নকল সংস্করণ বিক্রি করছে। এ বিষয়ে জানতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শামসুল আলম ভোর বলেন, নতুন পাঠ্যবইয়ের মানবণ্টন তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এনএপিইকে। তারা এখন ও মানবণ্টন প্রস্তুত করেনি। কিন্তু কেউ যদি এনএপিইর নাম ব্যবহার করে বাজারে মানবণ্টন কিংবা নোট-গাইড বিক্রি করলে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষকদের বই নিয়ে কাউকে প্রতারণা করতে দেয়া হবে না।